সমকাল

তারিখ 17 APR 2014
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

মাদ্রাসার পাঠ্যসূচি

আইরিন সুলতানা

ফেব্রুয়ারি ২০১৪। অমর একুশে গ্রন্থমেলায় 'শব্দশৈলীর স্টলে লেখক হিসেবে বসে পাঠক মনস্তত্ত্ব জরিপ করার সুযোগ ঘটেছিল। শিশু-কিশোর-তরুণ-অগ্রজদের আগ্রহভরে রকমারি প্রজাতির বইয়ের পাতা উল্টাতে দেখেছি। লম্বা পাঞ্জাবি, মাথায় টুপি, দেবাসে কিছু তরুণদের দেখে বুঝে নেওয়া যায় এরা মাদ্রাসা শিক্ষার্থী। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা স্টলে বিশেষ কোনো ধরনের বইয়ের ফরমায়েশ রাখেন কিনা তা জানার আকাঙ্ক্ষা ছিল। আমাকে অবাক করে আর সবার মতোই মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা হাতে নিয়েছে, উল্টে দেখেছে স্টলে সাজিয়ে রাখা সব ধরনের বই। এক মাদ্রাসা শিক্ষার্থী যখন রবিশঙ্কর মৈত্রীর কাব্যগ্রন্থ হাতে নিয়ে কয়েক পাতা পড়ে দেখেন, তখন আশ্বস্ত হই, আমাদের সাহিত্যানুরাগ অদমনীয় এবং কবিকে কোনো ধর্ম দিয়ে নিরূপণ করি না আমরা। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন এমন আবৃত্তিকার দেখেছি। দেখেছি ধর্মে অনুরাগী উদারমনা সংস্কৃতকর্মী। আমরা জাতি হিসেবে অসাম্প্রদায়িক। আমাদের ধর্ম যার যার, কিন্তু আমাদের ইতিহাস, অর্জন, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, উৎসব এসবই গোষ্ঠী-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার। এই শিক্ষা পরিণত বয়সে নয়, শিশু তার জন্মের পরবর্তী ধাপ থেকেই পরিবার, গুরুজন, সমাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা থেকে লাভ করবে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা রয়েছে পাঠ্যসূচি প্রণয়নে ও আধুনিকায়নে। সরকার কর্তৃক হালের উদ্যোগ হচ্ছে মাদ্রাসা পাঠ্যসূচি সংস্করণ। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, চাকরিসহ অপরাপর প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্রে সমপর্যায়ের সুযোগ নিশ্চিতে এই সিদ্ধান্ত সময়োপযোগী। তবে একটি শীর্ষ জাতীয় দৈনিকে এই পাঠ্যসূচি হালনাগাদ নিয়ে গত ১০ এপ্রিল যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে তা পাঠপূর্বক কোনো সচেতন, সংস্কৃতিমনা এবং দায়িত্বশীল নাগরিক ভ্রূকুটি না করে পারেন না।

মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা যদিও পাঠ্যবই থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িত 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' জানবে, কিন্তু কমিটি মোতাবেক জর্জ হ্যারিসনের গিটার হাতের ছবি বিযুক্ত হবে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য প্রস্তাবিত পাঠ্য থেকে। যদিও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তৈলচিত্রের ভূত' শেষাবধি 'তৈলচিত্রের আছর' হচ্ছে না, তথাপি নাম পরিবর্তনের এই চিন্তাধারাটিই মূলত কট্টরবাদিতার নমুনা। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের 'মংডুর পথ' পড়ানো হবে না, পড়ানো হবে না 'ব্রতচারী নৃত্য'। পরিমার্জনা এখানেই থেমে থাকেনি। তৃতীয় শ্রেণীর বাংলা বইয়ে হাফপ্যান্ট পরিহিত বালক আর কিশোরীর শাপলা ফুল তোলার যে আবহমানকালের গ্রাম্য কৈশোরচিত্র, তার সঙ্গে পরিচিতি ঘটবে না মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের। পঞ্চম শ্রেণীর বইয়ের প্রচ্ছদে কলসি কাঁখে ঘোমটা দেওয়া গাঁয়ের বধূর ঘাড়ের পাশ দিয়ে সাবলীলভাবে সামানা অনাবৃত পিঠও নজর এড়ায়নি স্টিয়ারিং কমিটির। ঢেকে যাবে গাঁয়ের বধূর পিঠ, হিজাব পরবে শাপলা তোলা বালিকা, পাজামা পরবে বালক।

অন্যদৃষ্টি

এই বাস্তবতাবিবর্জিত 'কানামাছি পাঠ্যসূচি' প্রণয়ন করে কোমলমতি শিশুদের কোন নৈতিক আদর্শে দীক্ষিত করা হবে তার দায়িত্বশীল ব্যাখ্যা কর্তৃপক্ষ দিতে পারবেন কি? যুক্তি দেখানো হচ্ছে, এই বিশেষ ধরনের পরিমার্জনা মাদ্রাসা উপযোগী, যা শুধু মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযোজ্য। অথচ মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা ভিন্ন কোনো ভূখণ্ডে নয়, বাস করে এ দেশের পরিমণ্ডলে। শতবর্ষের চিরায়ত বাংলার রূপকে অস্বীকার করে কোন শিক্ষায় বেড়ে উঠবে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা? এ পাঠ্যসূচি জাতিগত সাংস্কৃতিক চেতনা বিভক্তির এক অশনিসংকেত।

কেবল চাকরি লাভই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ, চিন্তাজগতের প্রসারণের নিমিত্তেই শিক্ষা। স্টিয়ারিং কমিটি যে বিশেষ ধারায় মাদ্রাসা পাঠ্যসূচিতে সংস্করণ আনছে, তাতে করে আগামীতে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হাজার-লাখ প্রজন্ম লালন-দর্শন জানবে না। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রকৃত আলোর মুখ দেখুক, আর তা নিশ্চিতকরণের অনিবার্য দায় রাষ্ট্রযন্ত্রেরই।

লেখার